Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article -35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 266 - 271
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 266 - 271
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় দেবতা গণেশের প্রসার

সৌমেন্দ্র প্রসাদ সাহা
সহকারী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ, কুশমন্ডী সরকারী মহাবিদ্যালয়
কুশমন্ডী, দক্ষিণ দিনাজপুর
Email ID: soumen.psaha@gmail.com

Received Date 16. 03. 2024
Selection Date 10. 04. 2024

Keyword
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দেবতা, শিলালিপি, মূর্ত্তি, ভারতীয়, চিত্র।

Abstract
ভগবান গণেশ হলেন হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এবং শিবের পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। হিন্দুরা সামুদ্রিক পথে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে তাদের সংস্কৃতিকেও তাদের সঙ্গে নিয়ে যায়। যে সব মূর্তিগুলি সাথে করে তারা নিয়ে যায় তার মধ্যে গণেশের মূর্তিও রয়েছে। তাই শিবের উপাসনার পাশাপাশি গণেশের উপাসনাও জাভা, কম্বোজ, চম্পাসহ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। হিন্দুদের ধীরে ধীরে ইন্দো চিনে চলে যাওয়া বার্মা, কম্বোডিয়া এবং থাইল্যাণ্ডে গণেশকে পরিবর্তিত আকারে প্রতিষ্ঠিত করে। থাইল্যান্ডে গণেশকে সৌভাগ্য ও সাফল্যের দেবতা এবং বাধা দূরকারী হিসেবে পূজা করা হয়। তিনি শিল্প, শিক্ষা ও বাণিজ্যের সাথেও যুক্ত। থাইল্যান্ডের চারুকলা বিভাগের প্রতীকে গণেশের উপস্থিতি রয়েছে। চম্পায় গণেশের পূজা প্রচলিত ছিল। ইন্দোনেশিয়ার বিষয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা তাকে 'ইন্দোনেশিয়ান গড অফ উইসডম' বলে অভিহিত করেন। বান্দুং-এ একটি রাস্তার নাম গণেশের নামে ও নামাঙ্কিত আছে। কম্বোডিয়া থেকে বিভিন্ন সময়ের গণেশের ছবি পাওয়া গেছে। জাভায় গণেশের মূর্তিটি খুব সাধারণ এবং সাধারণ ভাবে ভারতীয় গণেশের আদি রূপ অনুসরণ করে। বালিতে ভাস্কর্য ও চিত্রকর্মেও গণেশকে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। চম্পা থেকে গণেশের মূর্তি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে, যা থেকে ধারণা করা যায় যে একসময় গণেশের পূজা সে দেশে তার মা উমার থেকে বেশি জনপ্রিয় ছিল। এটি সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গণেশের উপাসনা তুলনামূলক ভাবে দেরিতে বিকাশ লাভ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এ অঞ্চলে গণেশের জনপ্রিয়তা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং দেবতা হিসেবে তার গুরুত্ব প্রসার লাভ করে।

Discussion

ভগবান গণেশ হলেন হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এবং শিবের পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। পুরাণ এবং আগমগুলিতে, তাকে বিভিন্নভাবে, কোথাও একা পার্বতীর পুত্র, কখনো শিব ও পার্বতীর পুত্র এবং কখনো এমনকি একটি স্বাধীন উৎস হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[১] তাই শিবের উপাসনার পাশাপাশি, গণেশের উপাসনা (শিব এবং উমা বা ভগবতীর পুত্র হিসাবে) জাভা, কাম্বুজ, চম্পা এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর বাহন, নন্দী সহ শিবের সমগ্র পরিবার ভারতের মতো এই অঞ্চলে পূজিত হত। ভারতে শিবের পুত্র গণেশ এবং কার্তিকের স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসব দেবতার ছবি পাওয়া গেছে। হিন্দুরা সামুদ্রিক পথে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে তাদের সংস্কৃতিকেও তাদের সঙ্গে নিয়ে যায়।

এটি সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে গণপতি (বা গণেশ বা বিনায়ক) এর উপাসনা তুলনামূলক ভাবে দেরিতে বিকাশ লাভ করেছিল। আর জি ভান্ডারকরের মতে,

> "যেহেতু গুপ্ত যুগের কোনো শিলালিপিতে গনপতি এবং তাঁর উপাসকদের উল্লেখ নেই এবং বৃহদসংহিতার প্রতিমলক্ষণম অধ্যায়ে গণপতির মূর্তিটির বর্ণনা থেকে মনে হয় এটি ছিল প্রক্ষেপিত। গুপ্তযুগের শেষের পর থেকে নিয়মিতভাবে এই হাতির মাথাযুক্ত ও নাদা পেটওয়ালা ঈশ্বরের পূজা শুরু হয়।"[২]

স্বাভাবিক ভাবেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির গণেশের ছবিগুলি মধ্যযুগীয় (গুপ্ত যুগের পরে)। শুধুমাত্র একটি দাঁত বিশিষ্ট হাতির মাথা এবং ফোলা পেটটি গণেশের প্রতিমূর্তিগুলিতে অবিচ্ছিন্নভাবে উপস্থিত, তা বসা হোক বা দাঁড়ানো, দুই হাতযুক্ত হোক বা চার হাতযুক্ত।

চম্পায় গণেশের পূজা প্রচলিত ছিল। হরি বর্মণের একটি শিলালিপি (৭৩৯ - ৮১৭ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) পো নগরে শ্রী বিনায়ক নামে ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গীকৃত একটি পৃথক মন্দিরের নির্মাণকে বোঝায়।[৩] মহীশূরে এই ঈশ্বরকে উৎসর্গ করা দুটি মন্দির পাওয়া গেছে। অন্যান্য শিব মন্দিরেও গণেশের মূর্তি পাওয়া গেছে, কখনও কখনও সাথে দেখা গেছে ভগবতী এবং কার্তিককে।[৪] চম্পা থেকে গণেশের মূর্তি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে, যা থেকে ধারণা করা যায় যে এক সময় গণেশের পূজা সে দেশে তার মা উমার চেয়ে বেশি জনপ্রিয় ছিল। গণেশের ছবিগুলো হয় বসা বা দাঁড়ানো অবস্থায় দেখা যায়,তবে সাধারণত এটি একটি বেদীতে উপবিষ্ট থাকে এবং এগুলো একটি হাতির মাথা সহ উপস্থাপন করা হয়।

> "শুঁড়ের শেষাংশটি সাধারণত একটি পাত্রে রাখা থাকতে দেখা যায় যা ঈশ্বরের বাম হাতে থাকে এবং তার ডান হাতে ছোট বস্তু থাকে যা সম্ভবত লিঙ্গ বা অনুপস্থিত দাঁত। কমপক্ষে তিনটি মূর্তিতে এই বস্তুর জায়গায় একটি মালা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।দেবতা একটি পবিত্র বস্ত্র পরিধান করেন। কখনও তার মধ্যে শিবের ২টি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় - কপালে তৃতীয় চোখ এবং সাপের অলঙ্কার।"[৫]

চম্পা থেকে আমরা গণেশের একটি মাত্র মূর্তি পাই যা মাইসনে পাওয়া গেছে। এই মূর্তির চারটি বাহু রয়েছে, যার মধ্যে একটিতে শুঁড়ের শেষাংশ দিয়ে বাটিটি ধরে রাখা, অন্য তিনটিতে একটি মালা, একটি কলম এবং একটি জপমালা রয়েছে। মূর্তিটি জমকালো পোশাকে সজ্জিত, শরীরের নিম্নাংশ বাঘের চামড়া দ্বারা আবৃত।[৬] উপরে বর্ণিত গণেশের মূর্তিগুলির অনুরূপ ডং ডুয়ং এবং মাইসনের মন্দিরে আবিষ্কৃত মূর্তিগুলি টাইম্পানামের অলঙ্করণে দেখা যায়।[৭] চম্পার একটি শিলালিপিতে[৮] গণেশ ও উমার মূর্তির পাশাপাশি কার্তিকের মূর্তি স্থাপন করার উল্লেখ রয়েছে।

কম্বোডিয়াতেও গণেশের একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান রয়েছে। যশো বর্মণ প্রথম (৮৮৯-৯১০ খ্রিস্টাব্দ) চন্দনগিরিতে Neak Bues-এ একটি আশ্রম এই ঈশ্বরকে দান করেছিলেন। এটি নবম শতাব্দীর একটি শিলালিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে তবে এটি কোম্পাং থম অঞ্চলে পাওয়া গেছে।[৯] চন্দনগিরিকে চোচুং শিকার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যার কাছে পারহ পাড়ের আশেপাশে একটি পাহাড়ে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে যা গণেশকে উৎসর্গীকৃত বলে মনে করা হয়। এই শিলালিপিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে যে গণেশ একজন স্বাধীন দেবতা ছিলেন যার স্থানীয় অঞ্চলে যথেষ্ট প্রভাব ছিল। পাস্তি সি লিয়েনে গণেশের একটি মূর্তি পাওয়া গেছে। নম ক্রেবেসে গণেশের একটি বিরাট মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। শুং নন-এ পাওয়া আরেকটি ছবি যথেষ্ট উচ্চতাসম্পন্ন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে খ্রিস্টীয় যুগের প্রথম শতাব্দীতে কম্বোডিয়ার ভারতীয়করণ করা হয়েছিল এবং হিন্দু ধর্ম এই দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক ভাবেই গণেশ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article -35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 266 - 271
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কম্বোডিয়ানদের মধ্যে আদিকাল থেকেই পরিচিত এবং তারা এই দেবতার পূজা করত। ৬১১ খ্রিস্টাব্দের আঙ্কোর বোরেই থেকে একটি শিলালিপির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যা গণেশ সহ বেশ কয়েকটি দেবতাকে উৎসর্গীকৃত মন্দিরে দাসদের অনুদানের কথা লিপিবদ্ধ করে।[১০] বুং মেগলিয়ার দৃশ্যেও গণেশের চিত্র পাওয়া যায় এবং কুক ট্রাপেয়াং কুল মন্দিরের আশেপাশে তাঁর মূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে। কম্বোডিয়া থেকে বিভিন্ন সময়ে গণেশের ছবি পাওয়া গেছে। তিনি কম্বোডিয়ায় প্রাহ কেনেস নামে পরিচিত এবং কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে তার উপস্থাপনা আলাদা করা যেতে পারে। প্রথমত, তাকে কখনই ভুঁড়িওয়ালা এবং বৃহদাকার হিসাবে দেখানো হয় না, সাধারণত আড়াআড়ি পায়ে বসে থাকা অবস্থায় দেখা যায় যার দুটি হাত আছে। শুঁড়টি প্রায় সোজাভাবে চিত্রিত করা হয়েছে এবং শেষে কোঁচকানো রয়েছে, যদিও কোথাও কোথাও সেটি ঊর্ধ্বোত্থিত। দ্বিতীয়ত, গণেশের প্রি-খমের ছবি, একটি নিয়ম হিসাবে, কোন ধরণের মাথার পোশাকের সাথে দেখানো হয় না, যদিও অষ্টম শতাব্দীর দিকে আমরা গণেশকে একটি অলঙ্কার করন্দা-মুকুতা পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাই। তৃতীয়ত, ছবিগুলি কোমর পর্যন্ত নগ্ন এবং একটি নাগা যজ্ঞোপবিতা পরা অবস্থায় দেখানো হয়েছে।

গণেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির মধ্যে একটি স্পিক থমার কেন্ডালের একটি ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে। এখানে ঈশ্বরকে আড়াআড়ি পায়ের ভঙ্গিতে বসা অবস্থায় আঁকা হয়েছে। তার দুটি হাত রয়েছে এবং তিনি একটি লম্বা শঙ্কু আকৃতির পাগড়ি পরিহিত। তার চারটি মাথা রয়েছে, যা যথেষ্ট কৌতুহলোদ্দীপক। এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে গণেশের চার-মাথাযুক্ত রূপ অত্যন্ত বিরল এবং মিলের দিক থেকে ভারতের ঘাটিয়ালার (রাজস্থান) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে একটি কলামের শীর্ষে মূল দিকগুলিতে চারটি গণেশের মূর্তি খোদাই করা হয়েছে। থারোল ফাক কিমকান্দায় আবিষ্কৃত একটি প্রাক-খমের পাথরের মূর্তিটি গণেশের সবচেয়ে সহজ রূপ যেখানে তিনি আড়াআড়ি ভাবে বসে আছেন এবং কোনও গয়না পরেননি, এমনকি পবিত্র বসনও না। ডান হাতে সম্ভবত ভাঙা শুঁড়টি ধরে আছেন, বাম হাতে রয়েছে মিষ্টির বাটি। কপালে রয়েছে তৃতীয় চোখ, যা শিবের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। খেমার যুগের (দশম-দ্বাদশ শতাব্দী) একটি সুন্দর পাথরের ছবি এখন প্যারিসের মুসেল গুইমেটে সংরক্ষিত আছে। এখানে দেখা যায় যে দেবতা পা দুটো আড়াআড়ি ভাবে রেখে বসে আছেন এবং একটি খুব জমকালো রত্নখচিত মুকুতা পরে আছেন। তিনি একটি নাগা যজ্ঞোপবিতা এবং বাহুতে সাপখচিত গয়না (সর্পকেউরা) পরিধান করে আছেন। চারটি হাতের মধ্যে, পিছনের দুটি ভাঙ্গা, সামনের দুটিকে কোলে বিশ্রামরত অবস্থায় দেখানো হয়েছে এবং হাতের বৈশিষ্ট্যগুলি তাই স্পষ্ট নয়। যদিও মূর্তিটি সামান্য ভারী এবং ওজনদার, কিন্তু মূর্তিটি ভাল নকশাযুক্ত এবং এটি সেই যুগের একটি সুন্দর নমুনা। জাভায় গণেশের মূর্তিটি খুব সাধারণ এবং সাধারণভাবে, ভারতীয় গণেশের আদিরূপ অনুসরণ করে। তাঁর মাথায় রয়েছে হাতির মাথা এবং অঙ্গে মানুষের খুলি দিয়ে তৈরি গয়না। তাঁর সাধারণত চারটি হাত থাকে এবং তাঁর পবিত্র বসন সাপ দ্বারা গঠিত। ভারতে গণেশকে জ্ঞানের দেবতা হিসাবে গণ্য করা হত, যিনি সমস্ত বাধা এবং অসুবিধা দূর করেন। এটি সুস্পষ্ট ভাবে শেষ নিদর্শন যেখানে গণেশের মূর্তির বিপুল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, এমনকি পাহাড় বা নদীর নির্জন স্থানেও যেখানে মানুষ বড় বিপদের আশঙ্কা করত।[১১] গণেশও বৌদ্ধ দেবমণ্ডলে স্থান পেয়েছিলেন। ভারতে যেমন হিন্দু দেবদেবীরা বৌদ্ধ দেবমণ্ডলীতে অভিযোজিত হয়েছিলেন, কিন্তু কখনও কখনও নিকৃষ্ট এবং এমনকি অধঃপতিত অবস্থানেও অবনমিত হয়েছিলেন। পূর্ববর্তী যুগে তাদের বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের অনুচর হিসেবে দেখানো হতো, এমনকি শিব ও পার্বতীর মূর্তিও বৌদ্ধ দেবতাদের পাদদেশে অবস্থিত রূপে পাওয়া গেছে। পাদাং, টাপানুলি, পালেমবাং এবং জাম্বির উচ্চভূমি থেকে সুমাত্রা দ্বীপে গণেশের পাথর এবং ব্রোঞ্জের মূর্তি পাওয়া যায়। জাভা ও বালিতে গণেশের পূজা সমান জনপ্রিয় ছিল। এস. লেভি সুবর্ণদ্বীপের (জাভা এবং বালি) সংস্কৃত গ্রন্থগুলির উদাহরণ দিয়েছেন। এগুলিতে স্তোত্র (বা স্তব) রয়েছে, যা কেবল প্রধান দেবতাদের (শিব, বিষ্ণু, বুদ্ধ, সূর্য ইত্যাদি) উদ্দেশ্যে নয়, বরং উমা, গঙ্গা, গণপতি বা গণেশ, সোম, পৃথ্বী ইত্যাদির মতো ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ দেবতাদের উদ্দেশ্যেও রচিত।[১২]

দিয়াঙের মালভূমি থেকে শিব, দুর্গা, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মতো অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য দেবতার মূর্তির সাথে গণেশের মূর্তি পাওয়া গেছে। লারা-জংরাং শিবমন্দিরে ভজনালয়ের পিছনের দেওয়ালে গণেশসহ অন্যান্য দেবতাদের মূর্তি রয়েছে।[১৩] শিব গুরুর তিনটি সুন্দর মূর্তি, মহিষাসুরের উপর দুর্গা এবং গণেশ তিনটি কুলুঙ্গিকে সজ্জিত করেছে, যা একটি গভীর গিরিখাতের

দিকে তাকিয়ে থাকা পাহাড়ের উপর অবস্থিত মাগেলাঙের কাছে সেলাগ্রিয়া[১৪] মন্দিরের তিনটি দিকে অভিক্ষিপ্ত। মেগেলাংয়ের (মধ্য জাভায়) কাছে কান্দি সেতান[১৫] - এর ধ্বংসাবশেষ থেকে গণেশের ১৪টি পাথরের মূর্তি পাওয়া যায়। কান্দি মেরাক[১৬] থেকে গণেশের একটি মূর্তি পাওয়া গেছে, যা কালী বোগরের (মধ্য জাভার) ঠিক পশ্চিমে অবস্থিত। পূর্ব জাভা থেকে বাদুতের সামান্য উত্তরে বেসুকিতে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে গণেশের মূর্তি পাওয়া গেছে।[১৭] চন্ডী সিংহসারির ধ্বংসাবশেষে দুর্গা, নন্দীশ্বর ও মহাকালের পাশাপাশি গণেশের মূর্তিও পাওয়া গেছে।[১৮] জাভায় মাজাপাহিতের পতনের পর হিন্দু সংস্কৃতি শেষ হয়ে গেলেও কিছু ঐতিহ্য অব্যাহত ছিল। উইলিস পর্বতের পূর্ব দিকে পেনামোইহামে[১৯] তিনটি সোপানের একটি পর্যায় দেখতে পাই, যেখানে একটি সমৃদ্ধ অলঙ্কৃত দুই হাত বিশিষ্ট মূর্তি রয়েছে যা সর্বনিম্ন ছাদে খোদাই করা এবং সেখানে ছোট মূর্তিগুলির মধ্যে আমরা গণেশের একটি মূর্তি খুঁজে পাই।

সিংহসারিতে প্রাপ্ত মূর্তিগুলি জাভার মূর্তিগুলির মতো প্রায় একই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তবে এটি আরও বেশি শৈল্পিক দক্ষতাসম্পন্ন। এখানে গণেশ মানুষের মাথার খুলি দ্বারা বেষ্টিত একটি কুশনের উপর উপবিষ্ট এবং ভৈরবের ভয়ঙ্কর এবং নগ্ন মূর্তিটি অনুরূপ কুশনের উপর পা দিয়ে শৃগালের উপর উপবিষ্ট হিসাবে চিত্রিত।[২০] জাম্বি থেকে প্রাপ্ত গণেশের একটি মূর্তি, যা এখন বারাতে অবস্থিত, সিংহসারির মূর্তির অনুরূপ, তবে এটি আরও প্রচুর পরিমাণে সজ্জিত। বিশেষ করে এর পিঠটি সমৃদ্ধভাবে খোদাই করা এবং একটি কলা হিসেবে সবচেয়ে লক্ষণীয় উপাদানটি হল মূর্তিটির উপরের দিকে প্রায় অর্ধেক আবৃত মাথা। বারার গণেশ মূর্তিতে এবং পিঠে খোদাই করা কলা মূর্তিটির ক্ষেত্রে এই জাদু বিশ্বাসের প্রভাব দেখা যায় যে তারা খারাপ প্রভাব থেকে রক্ষা করে। মাজাপাহিত যুগের চিত্রে একই সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তবে এগুলিতে ধীরে ধীরে একটি নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে, যাকে বলা হয় 'কিরণের মালা'।[২১] দুই দিকে কার্তিক ও গণেশের সঙ্গে পার্বতীর মূর্তিটি একটি খুব ভালো উদাহরণ।[২২] 'মধ্যযুগীয় যুগের প্রথম ও শেষদিকের গণপতির মূর্তিগুলি সারা ভারতে পাওয়া গেছে এবং এটি আশ্চর্যের বিষয় নয় যে ইন্দোনেশীয় ভাস্কর্যগুলি এই মধ্যযুগীয় ভারতীয় আদিরূপগুলিকে ভীষণ ভাবে অনুসরণ করেছে।'[২৩] জে এন ব্যানার্জি ভারতীয় ঐতিহ্যকে নিবিড়ভাবে অনুসরণ করে এমন জাভা থেকে প্রাপ্ত চার হাত বিশিষ্ট গণেশের উদাহরণ দিয়েছেন,

> "যা দুই পাপড়িওয়ালা পদ্মাসনে উপবিষ্ট, তার পিছনে ডান হাতে একটি জপমালা ধরে আছে, অন্য তিনটি হাত এবং শুঁড়ের সামনের অংশ ভাঙা।"[২৪]

থাইল্যান্ডে, গণেশকে বলা হয় ফ্রা ফিকানেট বা ফ্রা ফিকানেসুয়ান এবং সৌভাগ্য ও সাফল্যের দেবতা এবং বাধা দূরকারী হিসাবে পূজা করা হয়। তিনি শিল্প, শিক্ষা ও বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত। থাইল্যান্ডের চারুকলা বিভাগের প্রতীকে গণেশ উপস্থিত হয়েছেন। বড় বড় টেলিভিশন চ্যানেল এবং প্রযোজনা সংস্থাগুলি তাদের প্রাঙ্গনের সামনে তাঁর সম্মানে মাজার রয়েছে। কিছু সিনেমা বা টেলিভিশন অনুষ্ঠানের শুটিং শুরু হয় হিন্দু ধর্মানুষ্ঠান ছাড়াই যেখানে গণেশের কাছে প্রার্থনা ও নৈবেদ্য করা হয়। থাইল্যান্ড জুড়ে গণেশের মন্দির রয়েছে। সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় মন্দিরগুলির মধ্যে একটি হল জায়ান্ট সুইং দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংককের রাজকীয় ব্রাহ্মণ মন্দির, যেখানে প্রাচীনতম কিছু চিত্র পাওয়া যায়। অন্যান্য পুরানো গণেশের ছবি থাইল্যান্ড জুড়ে দেখা যায়, যার মধ্যে তামিল এবং থাই উভয় শিলালিপি সহ ফাং-না-তে পাওয়া দশম শতকের ব্রোঞ্জের ছবিও রয়েছে। সিলোমের হিন্দু মন্দির 'ওয়াট ফ্রা শ্রী উমাদেবী'তেও একটি গণেশের মূর্তি রয়েছে যা উনিশ শতকের শেষের দিকে ভারত থেকে আনা হয়েছিল। ওভারল্যাপিং বৌদ্ধ /হিন্দু বিশ্বতত্ত্বের ফলে থাই বৌদ্ধরা ঘন ঘন গণেশ এবং অন্যান্য হিন্দু দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। ব্যবসা ভালো হলে তাকে মোটাকা, মিষ্টি ও ফল দিয়ে সম্মানিত করা হয় এবং ব্যবসায় মন্দা হলে তার ছবি বা মূর্তি উল্টো করে তাকে হাস্যকর করা হয়। ব্যবসা এবং কূটনীতির অধিপতি হিসাবে, তিনি ব্যাংককের সেন্ট্রাল ওয়ার্ল্ড (পূর্বে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার) এর বাইরে একটি উচ্চ পাদদেশে বসেন, যেখানে লোকেরা ফুল, ধূপ এবং একটি শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্মান প্রদান করে।

ইন্দোনেশিয়ার বিষয়ে, ইউরোপীয় পণ্ডিতরা তাকে 'ইন্দোনেশিয়ান গড অফ উইসডম' বলে অভিহিত করেন। বান্দুং একটি গণেশ রাস্তার গর্ব করে। পশ্চিম জাভার উজুং কুলন ন্যাশনাল পার্কের পানাইতান দ্বীপে রাকসা পর্বতের চূড়ায় খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর একটি গণেশ মূর্তি পাওয়া গেছে। যদিও গণেশকে বিশেষভাবে উৎসর্গীকৃত মন্দির নেই, তবে দ্বীপ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article -35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 266 - 271
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জুড়ে প্রতিটি শিব মন্দিরে তাকে পাওয়া যায়। একাদশ শতকের খ্রিস্টাব্দের একটি গণেশ মূর্তি পূর্ব জাভাতে পাওয়া গেছে, কেদিরিকে ভারতীয় শিল্প জাদুঘরে (মিউজিয়াম ফুর ইন্ডিশে কুনস্ট), বার্লিন-ডাহলেমে রাখা হয়েছে। গণেশের নবম শতাব্দীর মূর্তিটি প্রম্বানন হিন্দু মন্দিরের পশ্চিম কক্ষে (কক্ষ) রয়েছে। বার্নো দ্বীপেও গণেশের মূর্তি পাওয়া গেছে। উত্তর বোরানোর লেম্বাং, সারাওয়াকে ঈশ্বরের একটি মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। ক্রোম এটিকে ষষ্ঠ বা সপ্তম খ্রিস্টাব্দের বলে উল্লেখ করেছেন, তবে স্যার জন মার্শাল এটিকে ত্রয়োদশ খ্রিস্টাব্দের বলে উল্লেখ করেছেন।[২৫] যদিও বার্নোতে ভাস্কর্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নমুনাগুলি গেনুং কোম্বেং-এ পাওয়া যায়, তবে মহাদেব এবং চার হাত বিশিষ্ট বৌদ্ধ দেবতার মূর্তিগুলি বাদে অন্যান্য মূর্তিগুলি সংযোগ এবং নির্মাণের দিক থেকে অনেক নিম্নতর। গণেশের নিষ্প্রাণ মূর্তিটি অত্যন্ত দুর্বল ভাস্কর্যের উদাহরণ।[২৬] বার্নোয় প্রাপ্ত শৈল্পিক নিদর্শনগুলির উৎস সরাসরি ভারতে বা জাভায় খুঁজে পাওয়া যায় কিনা তা একটি বিতর্কিত প্রশ্ন। ড. বশ উল্লেখ করেছেন যে দলবদ্ধ শিব মূর্তিগুলি জাভায় প্রায়শই দেখা যায় এবং শৈলীটি হিন্দু-জাভানিজ শিল্পের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।[২৭] তবে কোটা বাঙ্গুনের ব্রোঞ্জ বুদ্ধ মূর্তি এবং সেরাওয়াকের গণেশের মূর্তির ক্ষেত্রে একটি প্রত্যক্ষ ভারতীয় প্রভাবের কথা উল্লেখ যেতে পারে। মালয়েশিয়ায় নাখোন শ্রী থাম্মারাতের কয়েকটি ব্রাহ্মণ্য মন্দিরও রয়েছে, তাদের মধ্যে একটি হো ফ্রা ইসুওনে (যাকে ভুল ভাবে লাজোনকুইরে ফ্রা নারাই নামে ডাকা হয়) ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের খুব সুন্দর ব্রোঞ্জের মূর্তি রয়েছে।[২৮] এই মূর্তিগুলির মধ্যে একটি গণেশের, যা দক্ষিণ ভারতীয় চরিত্রের একটি শিলালিপির সাক্ষ্য বহন করে।
বালিতে ভাস্কর্য ও চিত্রকর্মেও গণেশকে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।[২৯] সবগুলোর শৈলীই বেশ রূঢ়। গণেশের মূর্তিগুলি কখনও কখনও শিবের মন্দিরে পাওয়া যায়, যাকে একজন অধস্তন এবং পরিচারক দেবতা হিসাবে বিশ্বাস করা হয়, এবং যেগুলি রক্ষীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তার স্বাধীন উপাসনা হয় কিনা, সেই বিষয়টি অজানা। শিল্পে গণেশের প্রাধান্য নেই, তবে সাহিত্যে ভারতের মতো বালিতেও গণেশের গুরুত্ব রয়েছে। তাকে জ্ঞানের দেবতা হিসাবে বিশ্বাস করা হয়, কিন্তু একই সাথে তাকে ধূর্তদের (ওরাং দাগাং এবং চোরদের) দেবতা হিসাবেও পূজা করা হয়। ভারতের মত বালিতেও গণেশ বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন গণপতি, বিনায়ক, সর্ববিঘ্ন, বিঘ্নকর্তা ইত্যাদি।[৩০] চিত্রে দেখানো হয়েছে গণেশের মূর্তিটি শিক্ষার প্রতীক হিসেবে ডান হাতে একটি পুস্তক (লন্তর পাতার একটি বই) ধারণ করে আছে।

> "তার একটি হাতির শুঁড় (তুলালি) এবং হাতির দাঁত (গাডিং) রয়েছে এবং তার গালে এবং কপালে দংষ্ট্রা (যা আমরা যমের মধ্যে পেয়েছি) রয়েছে।"[৩১]

বালিতে বিকৃত অংশগুলি কেবল ভূত, রাক্ষস এবং দেবতাদের, যারা ইচ্ছাকৃত ভাবে পৈশাচিক রূপ ধারণ করে, তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। তবে গণেশ এবং যম কোন পৈশাচিক প্রকৃতি নির্দেশ করে না।[৩২] চারটি বাহু কেবল শিবকে দেওয়া হয়, বাকি দেবতারা কেবল দুই বাহু বিশিষ্ট। কিন্তু যখন তারা দানবীয় (রাক্ষস) আকৃতি ধারণ করে তখন তাদের চারটি হাত দেওয়া হয়।[৩৩] এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শিবের দুই পুত্র গণেশ এবং কার্তিকের মধ্যে গণেশ মূর্তি এবং চিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায় কিন্তু কার্তিকের কোন নিদর্শন বালিতে পাওয়া যায় না। এখান থেকে আমরা ধারণা করতে পারি যে কার্তিকের পূজা বালিতে প্রচলিত ছিল না তবে গণেশ জনপ্রিয় দেবতা ছিলেন এবং তাকে ব্যাপকভাবে পূজা করা হত।

Reference:

১. T. A. Gopinatha Rao, Elements of Hindu Iconography, Vol-1, Carnell University Library, The Law Printing House, Madras 1914, pp. 35-45
২. Jitendra Nath Banerjea, Development of Hindu Iconography Superintendent, Calcutta University Press, Calcutta, 1956, P. 354
৩. R.C. Majumder, Ancient Indian Colonies in the Far East, Vol-1, Champa, the Punjab Sanskrit Book Depot, 1927, P.262
৪. Ibid.
৫. Ibid, P.191
৬. Jitendra Nath Banerjea, op.cit, P. 358
৭. Ibid, PP. 415-417

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article -35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 266 - 271
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৮. Ibid.

৯. Lawrence Pulmer Briggs, The Ancient Khmer Empire, White Lotus Press, Thiland, 1951, P. 137

১০. Ibid, P. 46

১১. R.C Majumder, Ancient Indian Colonies in the Far East, Vol-ii, suvarnadyipa, Pt II, General Printers & Publishers Ltd, 1983, PP. 308-310

১২. R.C. Majumder, op.cit, P. 156

১৩. Ibid, p. 223

১৪. Ibid, p. 225

১৫. Ibid, p. 226

১৬. Ibid, p. 228

১৭. Ibid, p. 254

১৮. Ibid, p. 262

১৯. R.C Majumder, Ancient Indian Colonies in the Far East, Vol-II, suvarnadyipa, op.cit, P. 285

২০. Ibid, PP. 189-190

২১. Ibid, P. 29

২২. Ibid, P. 93

২৩. Jitendra Nath Banerjea, op.cit, p. 360

২৪. Ibid

২৫. Ibid

২৬. R.C. Majumder, op.cit, P. 335

২৭. Ibid, p. 337

২৮. Ibid, p. 338

২৯. R. Friedrioh, The Civilization and Culture of Bali, Sisil Gupta (India) Private Limited, Calcutta, 1959, P. 51

৩০. Ibid

৩১. Ibid, P. 52

৩২. Ibid

৩৩. Ibid, P. 41